ইত্তেফাক

... FEB 2000
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

রাজশাহীতে চার দশকেও স্থাপিত হয়নি কোন সরকারী স্কুল ॥ মেধাবী শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে

॥ রেজাউল করিম খান, রাজশাহী অফিস ॥

চার দশকেও শিক্ষানগরী রাজশাহীতে াতুনভাবে স্থাপিত হয়নি কোন সরকারি স্কুল। ফলে শিক্ষার্থীর তুলনায় আসন সংখ্যা ীমিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবছরের রুতে ভর্তিযুদ্ধে অনেক মেধাবী ছাত্র-াত্রী সরকারি স্কুলে পড়ার সুযোগ থেকে ঞ্চিত হচ্ছে। এই ব্যাপারে বিভিন্ন সময় অভিভাবক মহল দাবি উত্থাপন করলেও কান লাভ হয়নি। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান াড়ে না তোলার কারণে চলতি বছর গরীর ছয়টি সরকারি স্কুলের বিপরীতে ড়াই করছে ছয় হাজার ছাত্র-ছাত্রী।

রাজশাহী নগরীর সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় ছরের প্রথম ও শেষ প্রান্তে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম হওয়ায় ভর্তি রুর কয়েক মাস আগে থেকেই অভিভাবকদের মধ্যে আরম্ভ হয় টেনশন। ছেলে-মেয়েকে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকসহ বিভিন্ন মহলে হয়না। এসময় সরকারি স্কুলে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার শর্তে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে 'ভর্তি কোচিং' নামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। সরকারি স্কুলের শিক্ষক ও সদ্য পাসকৃত ছাত্রদের সমন্বয় ঘটিয়ে কথিত সাজেশন নিয়ে এরা ব্যবসা।

তে সরকরি স্কুল রয়েছে ৬টি। এর ী বয়েজ ও দুইটি গার্লস স্কুল রয়েছে। সম্পন্ন আধা-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টি। সরকারি বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে রকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গভ: হাই স্কুল, রাজশাহী সরকারি হাই াজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, সরকারি শিরোইল য়। আধা সরকারি স্কুলগুলোর মধ্যে লেশ লাইন স্কুল, মসজিদ মিশন স্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, লোকনাথ হাই স্কুল, চ্চ মাধ্যমিক মডেল বিদ্যালয়। এসব স্কুলগুলোর মধ্যে ১৮৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহী কলিজিয়েট স্কুল। আর ২০০৫ সালে স্থাপিত হয় রাজশাহী উচ্চ মাধ্যমিক মডেল স্কুল।

রাজশাহী : রাজশাহী সরকারি পিএন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। প্রতি বছরের শুরুতেই নগরীর অধিকাংশ অভিভাবকরা নিজের মেয়েদের ভর্তি করতে চায় এখানে–ইত্তেফাক

সরকারি পর্যায়ে সর্বশেষ স্কুল স্থাপিত হয় ১৯৬৯ সালে গভ: ল্যাবরেটরী হাই স্কুল। এছাড়া পুরো নগরীতে ৪৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫২টি বেসরকারি হাই স্কুল রয়েছে। পিএন গার্লস হাই স্কুল ছাড়া অন্যান্য সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করানো হয়। আধা সরকরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মসজিদ মিশন একাডেমী ও মিশন হাই স্কুল ছাড়া অন্যান্য স্কুলেও তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করানো হয়। সময়ের ধারাবাহিকতায় জনসংখ্যা বাড়লেও শ্রেণী বা স্কুল বৃদ্ধি পায়নি। ফলে শিক্ষা নগরী নামে পরিচিত রাজশাহীর অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী সুশিক্ষা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।